আন্তর্জাতিক নারী দিবস কেন পালিত হয়?

বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই দিবসটিতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সহ সকল ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পায়। নারী দিবস উদযাপনের উদ্যোগের এক বিশাল ইতিহাস রয়েছে যা গত ১০০ বছর পূর্বে নিয়ে যায় যেখানে নারীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। নারীরা মজুরি বৈষম্য দূর করতে, তাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, নারীর সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে এবং সকল ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করার জন্য আওয়াজ তুলতে শুরু করে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারীর লড়াই হচ্ছে - কখনও শেষ না হওয়া যুদ্ধের মতো; যা কখনও বিশ্বের সাথে, আবার কখনও নিজের সাথে। বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে - পুরুষতন্ত্র, সামাজিক রীতিনীতি, নারী নেতৃত্বের ভূমিকার বাধা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা এবং নারী ও মেয়েদের সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত আইনের দুর্বল বাস্তবায়নের কারণে নারীরা এখনও পুরুষের সমান মর্যাদা অর্জনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই, সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং গ্যাপগুলো মোকাবেলা করার জন্য - আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নারীর অধিকারকে মর্যাদাপূর্ণ করার জন্য সকল প্রতিকূলতার বিপরীতে রুখে দাঁড়াতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করুন

"একতাবদ্ধ হও: নারী ও মেয়েদের অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নিশ্চিত কর"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিসিডব্লিউএস এর প্রতিপাদ্য

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে কার্যক্রম তরান্বিত কর!

নিউজলেটার

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি (বিসিডব্লিউএস)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

তারিখ: ৮ই মার্চ, ২০২৫

বিসিডব্লিউএস কার্যক্রম: নারী ক্ষমতায়ন-সম্পর্কিত

বিসিডব্লিউএস তৃণমূল পর্যায়ে নারীর সমান বা সম অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিছু প্রধান উদ্যোগ নিম্নরূপ -

- **যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:** বিসিডব্লিউএস পোশাক কারখানায় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন করছে।
- **জিবিভিএইচ কর্মসূচি:** সকল স্তরে সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বিষয়ে নারীদের সচেতন করা।
- **আলোচনা/সংলাপ বৈঠক কর্মসূচি:** নারীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা
- **জলবায়ু কর্মসূচি:** প্রতিকূল জলবায় প্রভাব সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা এবং মোকাবেলা করার কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণ
- **নারী নেতৃত্ব কর্মসূচি:** সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- **অ্যাডভোকেসী করা ও প্রচারণা:** আইন ও নীতি সংস্কারের জন্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করা। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্ল্যাটফর্মে উভয় ক্ষেত্রেই প্রচারণা করা।

সুপারিশসমূহ

- আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর কর।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক ও পোশাক কারখানায় কার্যকরী এন্টি-হ্যারাজমেন্ট কমিটি (এ.এইচ.সি) স্থাপন নিশ্চিত করা।
- নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কারখানায় কার্যকরী ডে কেয়ার সেন্টার (শিশু পরিচর্যা কক্ষ) বাস্তবায়ন করা।
- নারীর অধিকারের পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধারাবাহিক আলোচনা-বৈঠক চালিয়ে যাওয়া।
- বাংলাদেশ শ্রম আইনে ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি অন্তর্ভুক্তকরণ।
- ন্যায্য পরিবর্তন এবং জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়ায় নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রচলিত আইন ও নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি (বিসিডব্লিউএস)

বিসিডব্লিউএস হল একটি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যা ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশে পোশাক কারখানায় মর্যাদাপূর্ন চাকরি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই করে চলেছে। এর লক্ষ্য হল শোভন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদেরকে ক্ষমতায়ন করা এবং শ্রম অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে অ্যাডভোকেসী করা। বিসিডব্লিউএস বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অধিকার, লিঙ্গ সমতা, অধিকার আদায় করে নেয়ার দক্ষতা কৌশল, নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং নারী ও শিশুদের মানবাধিকার রক্ষার উপর জোর দেয়। বহুদিন শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করার দক্ষতা, বাংলাদেশের তৃণমূল স্তরের শ্রমিক ও ইউনিয়ন লিডারদের সাথে গভীর সংযোগ এবং ক্যাম্পেইন বা প্রচারণামূলক কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতার কারণে বিসিডব্লিউএস এর সুদৃঢ় অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আসুন লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা করি এবং বিশ্বকে গড়ে তুলতে নারী দিবস উদযাপন করি!